রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, এপ্রিল ৭, ২০০২

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ৭ই এপ্রিল, ২০০২/২৪শে চৈত্র, ১৪০৮

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনগুলি ৫ই এপ্রিল, ২০০২ (২২শে চৈত্র, ১৪০৮) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনগুলি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ—

২০০২ সনের ৯নং আইন

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম**।—এই আইন বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ (সংশোধন) আইন, ২০০২ নামে অভিহিত হইবে।

২। **১৯৯৫ সনের ১নং আইনে নূতন ধারা ২ক এর সন্নিবেশ**।—বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ২ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

"২ক। **আইনের প্রাধান্য**।—আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইন, বিধি ও এই আইনের অধীন প্রদত্ত নির্দেশ কার্যকর থাকিবে।"।

মূল্য ঃ টাকা ৩.০০

৩। **১৯৯৫ সনের ১নং আইনের ধারা ৪ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৪ এর উপ-ধারা (৩) এর প্রথম শর্তাংশের পরিবর্তে নিম্নরূপ শর্তাংশ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"তবে শর্ত থাকে যে,—

(ক) কোন শিল্প কারখানা, উদ্যোগ বা প্রক্রিয়া বন্ধ বা নিষিদ্ধ করিবার পূর্বে মহা-পরিচালক সংশ্লিষ্ট শিল্প কারখানা, উদ্যোগ বা প্রক্রিয়ার মালিক বা দখলদারকে উহার কার্যক্রম পরিবেশসম্মত করিবার জন্য যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে লিখিত নোটিশ প্রেরণ করিবেন; এবং

(খ) মহা-পরিচালক যথাযথ মনে করিলে উক্ত নোটিশে ইহাও উল্লেখ করিতে পারিবেন যে, নোটিশ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিবেশসম্মত না করা হইলে ধারা ৪ক এর উপ-ধারা (২) এর অধীন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে ঃ"।

৪। **১৯৯৫ সনের ১নং আইনে নূতন ধারা ৪ক এর সন্নিবেশ**।—উক্ত আইনের ধারা ৪ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৪ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

"৪ক। **আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষের সহায়তা গ্রহণ**।—(১) এই আইনের অধীন কোন ক্ষমতা প্রয়োগ বা কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে মহা-পরিচালক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা অন্য কোন সরকারী বা সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় সহায়তা করার জন্য অনুরোধ করিতে পারিবেন এবং এইরূপ অনুরোধ করা হইলে উক্ত সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ উক্ত সহায়তা প্রদান করিবে।

(২) ধারা ৪(৩) এর অধীনে মহা-পরিচালক কর্তৃক কোন শিল্প কারখানা, উদ্যোগ বা প্রক্রিয়া বন্ধ, নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণের নির্দেশ প্রদান সত্ত্বেও উহার মালিক বা দখলদার উক্ত নির্দেশ পালন না করিলে, মহা-পরিচালক উক্ত শিল্প কারখানা, উদ্যোগ বা প্রক্রিয়ার জন্য সরবরাহকৃত বিদ্যুৎ, গ্যাস, টেলিফোন বা পানির সংযোগ বা এইরূপ সকল সংযোগ বিচ্ছিন্ন বা অন্য কোন সেবা বন্ধ করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট সংযোগদাতা বা সেবা সরবরাহকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন কোন নির্দেশ প্রদত্ত হইলে, উক্ত সংযোগ বা সেবা প্রদান সংক্রান্ত চুক্তিতে বা অন্য কোন দলিলে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উক্ত নির্দেশ অনুসারে উহাতে উল্লিখিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।"।

৫। **১৯৯৫ সনের ১নং আইনের ধারা ৬ এর প্রতিস্থাপন**।—উক্ত আইনের ধারা ৬ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ নূতন ধারা ৬ ও ৬ক প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"৬। **পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ধোঁয়া সৃষ্টিকারী যানবাহন সম্পর্কে বাধা-নিষেধ**।—(১) স্বাস্থ্য হানিকর বা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ধোঁয়া বা গ্যাস নিঃসরণকারী যানবাহন চালানো যাইবে না বা উক্তরূপ ধোঁয়া বা গ্যাস নিঃসরণ বন্ধ করার লক্ষ্যে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোনভাবে উক্ত যানবাহন চালু করা যাইবে না।

ব্যাখ্যা।—এই উপ-ধারায় "স্বাস্থ্য হানিকর বা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ধোঁয়া বা গ্যাস" অর্থ বিধি দ্বারা নির্ধারিত মান মাত্রা অতিক্রমকারী ধোঁয়া বা যে কোন গ্যাস।

(২) উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে মহা-পরিচালক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি যে কোন যানবাহন যে কোন স্থানে পরীক্ষা করিতে বা চলমান থাকিলে উহাকে থামাইয়া তাৎক্ষণিকভাবে পরীক্ষা করিতে, এইরূপ পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সময়ব্যাপী আটকাইয়া রাখিতে (detain), বা উক্ত উপ-ধারা লংঘনকারী যানবাহন ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র আটক করিতে (seize) বা উহার পরীক্ষাকরণ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীনে তাৎক্ষণিকভাবে কোন যানবাহন পরীক্ষা করা হইলে উক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট আদালতে সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য হইবে।

(৪) উপ-ধারা (১) এর বিধান বা উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশ লংঘনের জন্য সংশ্লিষ্ট যানবাহনের চালক বা ক্ষেত্রমত মালিক বা উভয় ব্যক্তি দায়ী থাকিবেন।

৬ক। **পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর সামগ্রী উৎপাদন, বিক্রয় ইত্যাদির উপর বাধা-নিষেধ**।— সরকার, মহা-পরিচালকের পরামর্শ বা অন্য কোনভাবে যদি সন্তুষ্ট হয় যে, সকল বা যে কোন প্রকার পলিথিন শপিং ব্যাগ, বা পলিইথাইলিন বা পলিপ্রপাইলিনের তৈরী অন্য কোন সামগ্রী বা অন্য যে কোন সামগ্রী পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর, তাহা হইলে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সমগ্র দেশে বা কোন নির্দিষ্ট এলাকায় এইরূপ সামগ্রীর উৎপাদন, আমদানী, বাজারজাতকরণ, বিক্রয়, বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শন, মজুদ, বিতরণ, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিবহন বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করিবার বা প্রজ্ঞাপনে নির্ধারিত শর্তাধীনে ঐ সকল কার্যক্রম পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনার বিষয়ে নির্দেশ জারী করিতে পারিবে এবং উক্ত নির্দেশ পালনে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি বাধ্য থাকিবেন ঃ—

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নির্দেশ নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যথা ঃ

(ক) উক্ত প্রজ্ঞাপনে বর্ণিত সামগ্রী রপ্তানী করা হইলে বা রপ্তানীর কাজে ব্যবহৃত হইলে;

(খ) কোন নির্দিষ্ট পলিথিন শপিং ব্যাগের ক্ষেত্রে উক্ত নির্দেশ প্রযোজ্য হইবে না মর্মে উক্ত প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হইলে

ব্যাখ্যা।—এই ধারায় "পলিথিন শপিং ব্যাগ" অর্থ পলিইথাইলিন, পলিপ্রপাইলিন বা উহার কোন যৌগ বা মিশ্রণ এর তৈরী কোন ব্যাগ, ঠোঙ্গা বা অন্য কোন ধারক যাহা কোন সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় বা কোন কিছু রাখার কাজে বা বহনের কাজে ব্যবহার করা যায়।"।

৬। **১৯৯৫ সনের ১নং আইনের ধারা ১১ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ১১ এর উপ-ধারা (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(২) উপ-ধারা (৩) বা ক্ষেত্রমত, উপ-ধারা (৪) এর বিধান পালন সাপেক্ষে, এই ধারার অধীন গৃহীত নমুনা সম্পর্কে উক্ত উপ-ধারায় উল্লিখিত নমুনা সংগ্রহকারী বা গবেষণাগারের রিপোর্ট বা উভয়ই সংশ্লিষ্ট কার্যধারায় সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণীয় হইবে।"।

৭। **১৯৯৫ সনের ১নং আইনের ধারা ১৫ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৫ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১৫ এবং ১৫ক প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"১৫। **দণ্ড।**—(১) নিম্নটেবিলে উল্লিখিত বিধানাবলী লংঘন বা উহাতে উল্লিখিত নির্দেশ অমান্যকরণ বা অন্যান্য কার্যাবলীর জন্য উহার বিপরীতে উল্লিখিত দণ্ড আরোপণীয় হইবে ঃ

টেবিল

ক্রমিক নং	অপরাধের বর্ণনা	আরোপণীয় দণ্ড
১।	ধারা ৪ এর উপ-ধারা (২) বা (৩) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশ অমান্যকরণ	অনধিক ১০ (দশ) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।
২।	ধারা ৫ এর উপ-ধারা (১) এর অধীনে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা হিসাবে ঘোষিত এলাকায় নিষিদ্ধ কর্ম বা প্রক্রিয়া চালু রাখা বা শুরুর মাধ্যমে উপ-ধারা (২) লংঘন	অনধিক ১০ (দশ) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।
৩।	ধারা ৬ এর উপ-ধারা (১) এর লংঘন	প্রথম অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড; দ্বিতীয় অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা এবং পরবর্তী প্রতিটি অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ১ (এক) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড বা ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।
৪।	ধারা ৬ক এর অধীনে প্রদত্ত নির্দেশ লংঘনক্রমে উহাতে বর্ণিত সামগ্রী— (ক) উৎপাদন, আমদানী, বাজারজাত-করণ (খ) বিক্রয়, বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শন, মজুদ, বিতরণ, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিবহন বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার	 (ক) অনধিক ১০ (দশ) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড। (খ) অনধিক ৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।
৫।	ধারা ৭ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশ অমান্যকরণ	অনধিক ১০ (দশ) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।
৬।	ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) বা (২) এর লংঘন বা উপ-ধারা (৩) অনুসারে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থতা	অনধিক ১০ (দশ) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড ঃ তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ৯(১) এর বিধান বাস্তবায়নের জন্য কোন ক্ষেত্রে বিধি দ্বারা নিম্নতর দণ্ড নির্ধারণ করা হইলে উক্ত দণ্ড প্রযোজ্য হইবে।

১	২	৩
৭।	ধারা ১০ এর উপ-ধারা (২) অনুসারে মহা-পরিচালককে বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে যুক্তিসংগত কারণ ব্যতিরেকে সাহায্য বা সহযোগিতা না করা	অনধিক ৩ (তিন) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক ৩ (তিন) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।
৮।	ধারা ১২ এর বিধান লংঘন	অনধিক ৩ (তিন) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক ৩ (তিন) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।
৯।	এই আইনের অন্য কোন বিধান বা বিধির অধীনে প্রদত্ত কোন নির্দেশ লংঘন বা এই আইনের অধীন দায়িত্ব পালনে মহা-পরিচালক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বাধা প্রদান বা ইচ্ছাকৃতভাবে বিলম্ব সৃষ্টি করা	অনধিক ৩ (তিন) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক ৩ (তিন) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।

(২) এই ধারার অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, বিধি দ্বারা কতিপয় অপরাধ চিহ্নিত এবং উক্ত অপরাধ সংঘটনের জন্য দণ্ড নির্ধারণ করা যাইবে, তবে এইরূপ দণ্ড ২ (দুই) বছর কারাদণ্ড বা ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডের অতিরিক্ত হইবে না।

১৫ক। **অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট বস্তু, যন্ত্রপাতি বাজেয়াপ্তি।**—কোন ব্যক্তি ধারা ১৫ তে বর্ণিত কোন অপরাধ সংঘটনের জন্য দোষী সাব্যস্ত ও দণ্ডিত হইলে, উক্তরূপ অপরাধ সংঘটনে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি বা উহার অংশবিশেষ, যানবাহন বা অপরাধ সংশ্লিষ্ট পণ্যসামগ্রী বা অন্য কোন বস্তু বাজেয়াপ্তির জন্যও আদালত আদেশ দিতে পারিবে।"।

৮। **১৯৯৫ সনের ১নং আইনের ধারা ১৬ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৬ এর—

(ক) বিদ্যমান বিধান উপ-ধারা (১) হিসাবে সংখ্যায়িত হইবে, এই উপ-ধারার ব্যাখ্যার দফা (ক) তে "বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ও" শব্দগুলির পরিবর্তে "নিবন্ধিত কোম্পানী, অংশীদারী কারবার (Partnership Firm)," শব্দগুলি ও কমাগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উক্তরূপে সংখ্যায়িত উপ-ধারা (১) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (২) সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

"(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোম্পানী আইনগত ব্যক্তিসত্ত্বাবিশিষ্ট সংস্থা (Body Corporate) হইলে, উক্ত উপ-ধারায় উল্লিখিত ব্যক্তিকে অভিযুক্ত ও দোষী সাব্যস্ত করা ছাড়াও উক্ত কোম্পানীকে আলাদাভাবে একই কার্যধারায় অভিযুক্ত ও দোষী সাব্যস্ত করা যাইবে, তবে ফৌজদারী মামলায় উহার উপর সংশ্লিষ্ট বিধান অনুসারে শুধু অর্থদণ্ড আরোপ করা যাইবে।"।

৯। **১৯৯৫ সনের ১নং আইনের ধারা ১৭ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৭ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১৭ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"১৭। **অপরাধ ও ক্ষতিপূরণের দাবী বিচারার্থ গ্রহণ।**—অধিদপ্তরের কোন পরিদর্শক বা মহা-পরিচালক হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তির লিখিত রিপোর্ট ব্যতিরেকে কোন

আদালত এই আইনের অধীন কোন অপরাধ বা ক্ষতিপূরণের মামলা বিচারের জন্য গ্রহণ করিবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন আবেদনের ভিত্তিতে এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, উক্ত পরিদর্শক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে কোন অপরাধের অভিযোগ বা ক্ষতিপূরণের দাবী গ্রহণ করিবার জন্য লিখিত অনুরোধ সত্ত্বেও, তিনি উহার ভিত্তিতে পরবর্তী ৬০ দিনের মধ্যে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করেন নাই এবং উক্ত অভিযোগ বা দাবী বিচারের জন্য গ্রহণের যৌক্তিকতা আছে, তাহা হইলে উক্ত আদালত, সংশ্লিষ্ট পরিদর্শক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বা মহা-পরিচালককে শুনানীর যুক্তিসংগত সুযোগ দিয়া, উক্তরূপ লিখিত রিপোর্ট ব্যতিরেকেই সরাসরি উক্ত অভিযোগ এবং সংশ্লিষ্ট অপরাধ বা ক্ষতিপূরণের দাবী বিচারার্থ গ্রহণ করিতে বা যথাযথ মনে করিলে অভিযোগ বা দাবী সম্পর্কে তদন্তের জন্য উক্ত পরিদর্শক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে তদন্তের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।"।

২০০২ সনের ১০ নং আইন

পরিবেশ আদালত আইন, ২০০০ এর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে পরিবেশ আদালত আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১১নং আইন) এর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল, যথা ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।**—এই আইন পরিবেশ আদালত (সংশোধন) আইন, ২০০২ নামে অভিহিত হইবে।

২। **২০০০ সনের ১১নং আইনের পূর্ণ শিরোনাম ও প্রস্তাবনার সংশোধন।**—পরিবেশ আদালত আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১১নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লেখিত, এর—

(ক) পূর্ণ শিরোনাম এর "অপরাধ ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদির বিচারকারী আদালত প্রতিষ্ঠাকল্পে" শব্দগুলির পরিবর্তে "অপরাধের বিচারকারী আদালত প্রতিষ্ঠা ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে বিধানকল্পে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) প্রস্তাবনায় "অপরাধ ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদির বিচারকারী আদালত প্রতিষ্ঠা করা" শব্দগুলির পরিবর্তে "অপরাধের বিচারকারী আদালত প্রতিষ্ঠা ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে বিধান করা" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩। **২০০০ সনের ১১নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২ এর—

(ক) দফা (খ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (খ) এবং (খখ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(খ) "পরিদর্শক" অর্থ পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিদর্শক বা মহা-পরিচালকের সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তি বা অন্য কোন পরিবেশ আইনের অধীন পরিদর্শন বা তদন্তের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি;

(খখ) "পরিবেশ আইন" অর্থ এই আইন, পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১নং আইন), এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার কর্তৃক, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্ধারিত অন্য কোন আইন, এবং এই সকল আইনের অধীন প্রণীত বিধি;"

(খ) দফা (চ) এর শেষ প্রান্তে দাঁড়ির পরিবর্তে সেমিকোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং তৎপর নিম্নরূপ নূতন দফা (ছ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

"(ছ) "স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট" অর্থ ধারা ৫খ এর অধীন নিযুক্ত স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট।"।

৪। **২০০০ সনের ১১নং আইনের ধারা ৪ এর সংশোধন।**—উক্ত আইন এর ধারা ৪ এর উপ-ধারা (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(২) একজন বিচারক সমন্বয়ে পরিবেশ আদালত গঠিত হইবে এবং সরকার, সুপ্রীম কোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে,—

(ক) যুগ্ম জেলা জজ পর্যায়ের একজন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে উক্ত আদালতের বিচারক নিযুক্ত করিবে, এবং উক্ত বিচারক শুধুমাত্র পরিবেশ আদালতের এখতিয়ারাধীন মামলার বিচার করিবেন; এবং

(খ) প্রয়োজনবোধে, কোন বিভাগ বা উহার কোন নির্দিষ্ট এলাকার জন্য যুগ্ম জেলা জজ পর্যায়ের একজন বিচারককে তাহার সাধারণ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসাবে পরিবেশ আদালতের বিচারক নিযুক্ত করিবে, এবং উক্ত বিচারক তাহার সাধারণ এখতিয়ারভুক্ত মামলা ছাড়াও পরিবেশ আদালতের এখতিয়ারভুক্ত মামলাসমূহের বিচার করিবেন।"।

৫। **২০০০ সনের ১১নং আইনের ধারা ৫ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৫ এর—

(ক) উপ-ধারা (২) ও (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (২) ও (৩) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(২) পরিবেশ আদালত এই আইনের ধারা ৫ক এর অধীন অপরাধসহ অন্য কোন পরিবেশ আইনে বর্ণিত অপরাধের জন্য নির্ধারিত দণ্ড আরোপ, উক্ত অপরাধ সংঘটনে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি বা উহার অংশবিশেষ, যানবাহন বা অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট পণ্যসামগ্রী বা বস্তু বাজেয়াপ্তির আদেশ এবং যথাযথ ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের জন্য আদেশ বা ডিক্রি প্রদান করিতে পারিবে; এবং এতদ্ব্যতীত উক্ত আদালত সংশ্লিষ্ট অপরাধ বা ঘটনার পরিস্থিতি বিবেচনাক্রমে একই রায়ে নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোন আদেশ প্রদান করিতে পারিবে, যথা ঃ—

(ক) যে কাজ করা বা না করার কারণে অপরাধটি সংঘটিত হইয়াছে, উহার পুনরাবৃত্তি না করা বা অব্যাহত না রাখা বা ক্ষেত্রমত এইরূপ কাজ করার জন্য অপরাধী হিসাবে সাব্যস্ত বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন ব্যক্তিকে নির্দেশ প্রদান;

(খ) উক্ত অপরাধ বা ঘটনার কারণে পরিবেশের যে ক্ষতি হইয়াছে বা হইতে পারে উহার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতি অনুসারে আদালতের বিবেচনামত উপযুক্ত প্রতিরোধমূলক বা সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অপরাধী হিসাবে সাব্যস্ত ব্যক্তিকে বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন ব্যক্তিকে নির্দেশ প্রদান;

(গ) দফা (খ) এর অধীন কোন ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদানের ক্ষেত্রে সময়সীমা নির্ধারণ এবং মহা-পরিচালক বা অন্য কোন যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট উক্ত নির্দেশ বাস্তবায়নের রিপোর্ট প্রদানের নির্দেশ ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, দফা (খ) বা (গ) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশ পুনর্বিবেচনার জন্য নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি রায় প্রদানের তারিখের অনধিক ১৫ (পনর) দিনের মধ্যে আবেদন করিতে পারিবেন এবং মহা-পরিচালককে শুনানীর যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দিয়া এইরূপ আবেদন আদালত পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করিবে।

(৩) পরিদর্শকের লিখিত রিপোর্ট ব্যতিরেকে কোন পরিবেশ আদালত কোন অপরাধ বা কোন পরিবেশ আইনের অধীন ক্ষতিপূরণের দাবী বিচারার্থ গ্রহণ করিবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন আবেদনের ভিত্তিতে পরিবেশ আদালত যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, উক্ত পরিদর্শক কোন অপরাধের অভিযোগ বা ক্ষতিপূরণের দাবী গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি উহার ভিত্তিতে পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করেন নাই এবং উক্ত অভিযোগ বা দাবী বিচারের জন্য গ্রহণের যৌক্তিকতা আছে, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট পরিদর্শক বা মহা-পরিচালককে শুনানীর যুক্তিসংগত সুযোগ দিয়া উক্তরূপ লিখিত রিপোর্ট ব্যতিরেকেই সরাসরি উক্ত অভিযোগ এবং সংশ্লিষ্ট অপরাধ বা ক্ষতিপূরণের দাবী বিচারার্থ গ্রহণ করিতে বা যথাযথ মনে করিলে অভিযোগ বা দাবী সম্পর্কে তদন্তের জন্য, উক্ত পরিদর্শক তদন্তের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।";

(খ) উপ-ধারা (৪) ও (৫) বিলুপ্ত হইবে।

৬। **২০০০ সনের ১১নং আইনের নূতন ধারা ৫ক, ৫খ এবং ৫গ এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ৫ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৫ক, ৫খ এবং ৫গ সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

"৫ক। **আদালতের নির্দেশ অমান্যকরণ, ইত্যাদির দণ্ড।**—কোন ব্যক্তি ধারা ৫ ২) এর—

(ক) দফা (ক) এর অধীনে আদালত প্রদত্ত নির্দেশ অমান্য করিয়া যে অপরাধের পুনরাবৃত্তি করেন বা যে অপরাধটি অব্যাহত রাখেন, উহার জন্য নির্ধারিত দণ্ডে তিনি দণ্ডণীয় হইবেন, তবে এইরূপ দণ্ড উক্ত নির্দেশ প্রদানের সময় আরোপিত দণ্ড অপেক্ষা কম হইবে না;

(খ) দফা (খ) বা (গ) এর অধীন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ ভঙ্গ করিলে, ইহা হইবে একটি স্বতন্ত্র অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক ৩ (তিন) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডণীয় হইবেন।

ব্যাখ্যা।—এই ধারার অধীন অপরাধ তদন্ত ও বিচারের ক্ষেত্রে এই আইনের অন্যান্য বিধান প্রযোজ্য হইবে।

৫খ। **স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক কতিপয় অপরাধের বিচার।**—পরিবেশ আইনে বর্ণিত যে সকল অপরাধের জন্য অনধিক ২ (দুই) বছর কারাদণ্ড বা, অনধিক ১০,০০০ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড বা কোন কিছু বাজেয়াপ্তির বিধান আছে, সেই সকল অপরাধের বিচারের জন্য সরকারের নির্দেশ অনুসারে কোন ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট কোন নির্দিষ্ট এলাকার জন্য এককভাবে বা তাহার সাধারণ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসাবে স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেটরূপে দায়িত্ব পালন করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত অপরাধের সহিত পরিবেশ আইনের অধীন অন্য কোন অপরাধ জড়িত থাকিলে এবং উভয় অপরাধ একই মামলায় বিচারের প্রয়োজন থাকিলে উহা পরিবেশ আদালতে বিচার্য হইবে।

৫গ। **স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচার পদ্ধতি।**—(১) পরিদর্শকের লিখিত রিপোর্ট ব্যতীত কোন স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট কোন অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিবেন না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য কোন নির্দিষ্ট শ্রেণীর মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে, মহা-পরিচালকের অনুমোদন থাকিলে, ধারা ৭ এর বিধানাবলী অনুসরণ ব্যতিরেকেই পরিদর্শক এই উপ-ধারার অধীনে তাহার রিপোর্ট সরাসরি উক্ত ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট পেশ করিতে পারিবেন।

(২) এই ধারার অধীন নিযুক্ত স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট ফৌজদারী কার্যবিধিতে বর্ণিত সংক্ষিপ্ত বিচার (summary trial) পদ্ধতি অনুসরণ করিবেন।

(৩) স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে বিচার্য মামলা রাষ্ট্রের পক্ষে একজন সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটর বা সরকার কর্তৃক নির্দেশিত কোন পুলিশ কর্মকর্তা বা পরিবেশ অধিদপ্তরের একজন পরিদর্শক পরিচালনা করিবেন; এবং এইরূপ মামলা উক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর বা পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক পরিচালিত হওয়ার ক্ষেত্রে তাহাকে একজন পরিদর্শক সহায়তা করিতে এবং প্রয়োজনবোধে আদালতে তাহার বক্তব্য উপস্থাপন করিতে পারিবেন।"।

৭। **২০০০ সালের ১১নং আইনের ধারা ৬ ও ৭ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ৬ ও ৭ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৬, ৭ এবং ৭ক প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"৬। **প্রবেশ, আটক, ইত্যাদির ক্ষমতা।**—(১) পরিবেশ আইনে বর্ণিত কোন বিষয়ে পরিদর্শন বা কোন অপরাধ তদন্তের উদ্দেশ্যে, মহা-পরিচালক বা পরিবেশ আদালত কর্তৃক নির্দেশিত হইলে এই আইনের অধীন প্রদেয় ক্ষতিপূরণ নিরূপণের উদ্দেশ্যে, পরিদর্শক যে কোন যুক্তিসংগত সময়ে যে কোন স্থানে প্রবেশ, তল্লাশী বা কোন কিছু আটক বা কোন কিছুর নমুনা সংগ্রহ বা কোন স্থান পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উক্ত পরিদর্শক প্রয়োজনবোধে ফৌজদারী কার্যবিধির ৯৬ ধারা অনুসারে পরিবেশ আদালত বা যে কোন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট তল্লাশী পরওয়ানার ইস্যুর জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।

(৩) এই ধারার অধীন তল্লাশী, আটক বা পরিদর্শনের ক্ষেত্রে পরিদর্শক যথাসম্ভব ফৌজদারী কার্যবিধি এবং সংশ্লিষ্ট পরিবেশ আইনের বিধান অনুসরণ করিবেন।

৭। **তদন্ত পদ্ধতি।**—(১) পরিবেশ আইনে বর্ণিত কোন অপরাধ সাধারণভাবে একজন পরিদর্শক তদন্ত করিবেন, তবে কোন বিশেষ ধরণের অপরাধ বা কোন নির্দিষ্ট অপরাধ তদন্তের উদ্দেশ্যে মহা-পরিচালক, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, তাহার অধীনস্থ অন্য কোন কর্মকর্তাকেও ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) উক্ত পরিদর্শক বা কর্মকর্তা, অতঃপর তদন্তকারী কর্মকর্তা বলিয়া উল্লেখিত, কোন ব্যক্তির লিখিত অভিযোগ বা অন্য যে কোন তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে, মহা-পরিচালকের নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুমোদন গ্রহণক্রমে, এই ধারার অধীন কার্যক্রম শুরু করিতে পারিবেন।

(৩) কোন অপরাধের আনুষ্ঠানিক তদন্ত শুরু করার পূর্বে তদন্তকারী কর্মকর্তা উক্ত অপরাধ সম্পর্কে অনুসন্ধান ও প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতঃ একটি প্রাথমিক রিপোর্ট এতদুদ্দেশ্যে মহা-পরিচালক কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত তাহার উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট পেশ করিবেন এবং দ্বিতীয়োক্ত কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট ঘটনা ও পরিস্থিতি বিবেচনাক্রমে, ৭ (সাত) দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন যে, বিষয়টি সম্পর্কে আনুষ্ঠানিক তদন্ত শুরু করা অথবা সংশ্লিষ্ট পরিবেশ আইন বা এই আইন বা প্রবিধান অনুসারে অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা বা আদৌ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করা সমীচীন কি না এবং তদনুসারে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হইবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) অনুসারে আনুষ্ঠানিক তদন্তের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে তদন্তকারী কর্মকর্তা প্রাথমিক রিপোর্টের একটি অনুলিপি সংশ্লিষ্ট থানায় পেশ করিবেন এবং উহা অপরাধ সম্পর্কিত একটি তথ্য বা এজাহার হিসাবে থানায় লিপিবদ্ধ করা হইবে, এবং অতঃপর উক্ত তদন্তকারী কর্মকর্তা বা ক্ষেত্রবিশেষে মহা-পরিচালক কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত অন্য কোন কর্মকর্তা তদন্ত করিবেন।

(৫) কোন অপরাধ তদন্তের ব্যাপারে তদন্তকারী কর্মকর্তা ফৌজদারী কার্যবিধির অধীন থানার একজন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ন্যায় একই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন এবং তিনি, এই আইন ও বিধি সাপেক্ষে, ফৌজদারী কার্যবিধি অনুসরণ করিবেন।

(৬) আনুষ্ঠানিক তদন্তের পূর্বে অনুসন্ধান পর্যায়ে তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক রেকর্ডকৃত জবানবন্দী, আটককৃত বস্তু, সংগৃহীত নমুনা বা অন্যান্য তথ্য আনুষ্ঠানিক তদন্তের প্রয়োজনে বিবেচনা ও ব্যবহার করা যাইবে।

(৭) তদন্ত সমাপ্তির পর তদন্তকারী কর্মকর্তা, মহা-পরিচালকের নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুমোদন গ্রহণক্রমে, তাহার তদন্ত রিপোর্টের একটি কপি এবং উক্ত রিপোর্টের সমর্থনে সংশ্লিষ্ট মূল কাগজপত্র বা উহার সত্যায়িত অনুলিপি সরাসরি পরিবেশ আদালতে বা ক্ষেত্রমত কোন মামলা স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বিচার্য হইলে উক্ত আদালতে দাখিল করিবেন এবং একটি অনুলিপি তাহার দপ্তরে এবং আরেকটি অনুলিপি সংশ্লিষ্ট থানায় জমা করিবেন; এবং এইরূপ রিপোর্ট ফৌজদারী কার্যবিধির ১৭৩ ধারার অধীন প্রদত্ত পুলিশ রিপোর্ট বলিয়া গণ্য হইবে।

(৮) উপ-ধারা (৩) এর বিধান সত্ত্বেও, তদন্তকারী কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট অপরাধ ও পরিস্থিতির প্রয়োজনে, উক্ত উপ-ধারার অধীন আনুষ্ঠানিক তদন্তের সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পূর্বেই অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট দলিল, বস্তু বা যন্ত্রপাতি আটক করিতে পারিবেন যদি যুক্তিসংগত কারণে তিনি মনে করেন যে, উহা সরাইয়া ফেলা বা নষ্ট করা হইতে পারে এবং উক্ত অপরাধ সংঘটনের জন্য দায়ী ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা ব্যতিরেকেই গ্রেফতার করিতে পারিবেন যদি যুক্তিসংগত কারণে তিনি মনে করেন যে, তাহার পলাতক হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

৭ক। **আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষের সহায়তা গ্রহণ**।—ধারা ৬ ও ৭ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে তদন্তকারী কর্মকর্তা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা অন্য কোন সরকারী কর্তৃপক্ষ বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থার সহায়তার জন্য অনুরোধ করিতে পারিবেন এবং তদনুসারে উক্ত কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা সহায়তা করিবে।"।

৮। **২০০০ সালের ১১নং আইনের ধারা ৮ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৮ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর "তদন্ত," শব্দ ও কমা বিলুপ্ত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (২) বিলুপ্ত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (৫) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৫) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(৫) পরিবেশ আদালতে বিচার্য সকল মামলা রাষ্ট্রের পক্ষে একজন পাবলিক প্রসিকিউটর বা অতিরিক্ত বা সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটর বা সরকার কর্তৃক নির্দেশিত স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর পরিচালনা করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, পরিদর্শক বা মহা-পরিচালকের নিকট হইতে কোন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মামলা পরিচালনায় উক্ত প্রসিকিউটরকে সহায়তা করিতে এবং প্রয়োজনবোধে আদালতে তাহার বক্তব্য উপস্থাপন করিতে পারিবেন।"।

৯। **২০০০ সনের ১১ নং আইনের ধারা ১১ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১১ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর "বিধান অনুযায়ী" শব্দগুলির পর "ব্যতীত" শব্দটি সন্নিবেশিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (২) এর "দন্ডাদেশ" শব্দটির পর "খালাস আদেশ বা কোন দেওয়ানী মামলা খারিজের আদেশ বা উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত আদেশ" শব্দ, সংখ্যা ও বন্ধনী সন্নিবেশিত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৩) এবং (৩ক) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(৩) পরিবেশ আদালত প্রদত্ত অন্তর্বর্তী বা অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশ, স্থিতি অবস্থা বজায় রাখার আদেশ, জামিন মঞ্জুর করা বা না করার আদেশ, চার্জ গঠন বা ডিসচার্জ এর আদেশ এবং কোন অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করা বা না করার আদেশের বিরুদ্ধে পরিবেশ আপীল আদালতে আপিল করা যাইবে; অন্য কোন অন্তর্বর্তী আদেশের বিরুদ্ধে পরিবেশ আপীল আদালতে বা অন্য কোন আদালতে আপীল বা উহার বৈধতা বা যথার্থতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

(৩ক) স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট প্রদত্ত দন্ডাদেশ, খালাস আদেশ, জামিন মঞ্জুর বা না মঞ্জুর করার আদেশ, চার্জ গঠন বা ডিসচার্জ করার আদেশ এবং কোন অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করা বা না করার আদেশের বিরুদ্ধে পরিবেশ আপীল আদালতে আপীল করা যাইবে; অন্য কোন আদেশের বিরুদ্ধে পরিবেশ আপীল আদালতে বা অন্য কোন আদালতে আপীল বা উহার বৈধতা বা যথার্থতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।"।

১০। **২০০০ সনের ১১ নং আইনের ধারা ১২ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১২ এর উপ-ধারা (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(২) একজন বিচারক সমন্বয়ে পরিবেশ আপিল আদালত গঠিত হইবে এবং সরকার, সুপ্রিম কোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে,—

(ক) জেলা জজ পর্যায়ের একজন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে শুধুমাত্র উক্ত আদালতের বিচারকার্য পরিচালনার জন্য নিয়োগ করিতে পারিবে; অথবা

(খ) প্রয়োজনবোধে কোন নির্দিষ্ট এলাকার জন্য কোন জেলার জেলা ও দায়রা জজকে তাহার দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসাবে উক্ত আদালতের দায়িত্ব অর্পণ করিতে পারিবে।"।

১১। **২০০০ সনের ১১ নং আইনে নূতন ধারা ১২ক এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ১২ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ১২ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

"১২ক। **মামলা স্থানান্তর।**—কোন আবেদন বা অন্য কোন তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবেশ আপীল আদালত—

(ক) উহার অধীনস্থ কোন পরিবেশ আদালতে বিচারাধীন মামলা উহার অধীনস্থ অপর কোন পরিবেশ আদালতে স্থানান্তর বা পুনঃস্থানান্তর করিতে পারিবে; বা

(খ) উহার অধীনস্থ কোন স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বিচারাধীন মামলা উহার অধীনস্থ অপর কোন স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট বা পরিবেশ আদালতে স্থানান্তর বা পুনঃস্থানান্তর করিতে পারিবে।"।

১২। **২০০০ সনের ১১ নং আইনে নূতন ধারা ১৩ক এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ১৩ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ১৩ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

"১৩ক। **পূর্বে সংঘটিত কতিপয় অপরাধ ইত্যাদি সম্পর্কে পরিবেশ আদালতের এখতিয়ার।**—(১) পরিবেশ আদালত (সংশোধন) আইন, ২০০২ এর প্রবর্তন তারিখের পূর্বে সংঘটিত কোন অপরাধ সম্পর্কে কোন মামলা দায়ের হইয়া না থাকিলে পরিদর্শক বা তৎসম্পর্কে মহা-পরিচালক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রদত্ত অন্য কোন ব্যক্তির লিখিত অভিযোগ বা লিখিত রিপোর্টের ভিত্তিতে পরিবেশ আদালত বা ক্ষেত্রমত স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট পরিবেশ আইনের অধীন অপরাধ আমলে গ্রহণ এবং এই আইন অনুসারে উহার বিচারকার্য সম্পন্ন করিতে পারিবেন।

(২) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোন লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে রুজুকৃত মামলায় শুধুমাত্র অভিযোগকারীর অনুপস্থিতির কারণে ফৌজদারী কার্যবিধির ২৪৭ ধারার অধীনে মামলাটি খারিজ করা হইবে না।"।

কাজী রকিবউদ্দীন আহমদ
সচিব।

মোঃ সারোয়ারুজ্জামান (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনী অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।